দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ০2 JAN 2016
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

বেসরকারি শিক্ষক নিয়োগ নীতিমালা

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগের নূতন নীতিমালা জারি করিয়াছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। গত বুধবার শিক্ষা সচিব স্বাক্ষরিত পরিপত্রে বলা হইয়াছে, শুধু নূতন শিক্ষক নিয়োগে এই নীতিমালা প্রযোজ্য হইবে। অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, প্রধান শিক্ষক, সুপার, সহকারী প্রধান শিক্ষকসহ যেইসব পদে নিয়োগ দেওয়ার জন্য প্রার্থীদের অভিজ্ঞতার প্রয়োজন রহিয়াছে, সেইসব পদে এই নীতিমালা কার্যকর হইবে না। ইহার সঙ্গে চলতি বৎসর ১১ নভেম্বর মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারিকৃত পরিপত্রটি বাতিল করা হইয়াছে। সেই পরিপত্রে নূতন করিয়া শিক্ষক নিয়োগে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হইয়াছিল। শিক্ষক নিয়োগ নিয়া যে জটিলতা তৈরি হইয়াছিল নূতন পরিপত্রের ফলে তাহা দূর হইয়াছে।

বর্তমান পরিপত্রে বলা হইয়াছে, প্রত্যেক বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান সংশ্লিষ্ট ম্যানেজিং কমিটি বা গভর্নিং বডির অনুমোদনক্রমে পরবর্তী পঞ্জিকা বৎসরে তাহার প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের নিয়োগযোগ্য পদের একটি চাহিদাপত্র পাঠাইবেন উপজেলা/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তার কাছে। তিনি প্রাপ্ত সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের চাহিদা একীভূত করিয়া ৩১ অক্টোবরের মধ্যে একটি সংকলিত/সমন্বিত চাহিদাপত্র পাঠাইবেন জেলা শিক্ষা কর্মকর্তার কাছে। জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা তাহা আবার একীভূত করিয়া ৩০ নভেম্বরের মধ্যে একটি সংকলিত/সমন্বিত চাহিদাপত্র এনটিআরসিএ-তে প্রেরণ করিবেন। এইক্ষেত্রে তিনি চাহিদাপত্রের হার্ড ও সফট কপি প্রদান করিবেন। ইহার পর এনটিআরসিএ প্রতি বৎসর প্রার্থী বাছাই সংক্রান্ত সব পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া চাহিদা অনুযায়ী পদ/বিষয়ভিত্তিক জাতীয়-বিভাগ-জেলা-উপজেলা-থানাওয়ারি মেধাক্রম প্রণয়ন করিয়া ফলাফল ঘোষণা করিবে। সেই অনুযায়ী নিয়োগ দেওয়া হইবে নূতন শিক্ষক।

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে আমাদের দেশে বহুদিন ধরিয়া নানা প্রকার অনিয়ম ও দুর্নীতি চলিয়া আসিতেছে। ইহার কারণে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে অযোগ্য ও অমেধাবীরা টাকা-পয়সা ও ক্ষমতার জোরে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ লাভ করিতেছে। ইহাতে বঞ্চিত হইতেছে প্রকৃত মেধাবী প্রার্থীরা এবং দেশ ও জাতি-নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। বিশেষত লেখাপড়ার মান কমিয়া যাইবার ইহা অন্যতম কারণ। এখন কেন্দ্রীয়ভাবে শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হইলে দুর্নীতি যে একেবারেই হইবে না তাহা আমরা হলফ করিয়া বলিতে পারি না। তবে কিছুটা হইলেও দুর্ভোগ লাঘব হইবে এবং প্রতিষ্ঠিত হইবে নিয়ম-শৃঙ্খলা। বিশেষ করিয়া নিয়োগ জটিলতায় বৎসরের পর বৎসর কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কোনো পদ খালি থাকিবে বলিয়া মনে হয় না। তাই আমরা শিক্ষক নিয়োগ নীতিমালাকে স্বাগত জানাই এবং সর্ব পর্যায়ে সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে এবং জবাবদিহিতার মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হইবে বলিয়া আশা করি। যথাসময়ে শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া না হইলে অন্যান্য শিক্ষা অবকাঠামো আসলে কোনো কাজে আসে না। শিক্ষার্থীরা তাহাদের শিক্ষার অধিকার হারায়। তাই শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়াকে গতিশীল ও সুষ্ঠু করিতে সংশ্লিষ্ট সকলকেই আন্তরিকতার পরিচয় প্রদান করিতে হইবে।